অপারেশন ডেভিল হান্ট’ শুরু

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে ও সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনতে যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত আইনশৃংখলা বাহিনী পরিচালিত ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ এর প্রথমদিনেই গাংনীতে দুই জনকে আটক করা হয়েছে। এরা হলেন, গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মোশররফ হোসেন ও তেরাইল গ্রামের রুবেল হোসেন।

গতকাল শনিবার বিকালে গাংনী থানা পুলিশ ও মেহেরপুর সেনাবাহিনীর একটি টিম যৌথ অভিযান চালিয়ে এই দুইজনকে আটক করে।
তবে, তাদের কাছে থেকে ২ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ফলে মাদক আইনে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে জানান গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল।

ওসি বানী ইসরাইল জানান, মেহেরপুর সেনাবাহিনী ও গাংনী থানা পুলিশের যৌথটিম শনিবার বিকালের দিকে তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের কাছ থেকে দুই গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

আজ রবিবার সকারেল দিকে আটকদের আদালতে নেওয়া হবে বলে জানান ওসি বানী ইসরাইল।

মেহেরপুরে আজ থেকে তিনদিন ব্যাপি আঞ্চলিক ইজতেমা শুরু

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে আজ বৃহস্পতিবার (১৭ নভেম্বর) তিন দিনব্যাপী তাবলিগ জামাতের আঞ্চলিক ইজতেমা শুরু হয়েছে।

তাবলীগ জামাতের এই ইজতেমাতে পার্শ্ববর্তি চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও যশোর থেকেও মুসল্লিরা অংশ নিয়েছেন।
তাবলীগ জামাতের এই আঞ্চলিক এজতেমায় এবার ভারতের দিল্লীর মার্কাজ মসজিদ থেকে ওসামা লস্করের নেতৃত্বে ১০ ও মালেশিয়া থেকে মোহাম্মদ

আনাস বিন হামিদুনের নেতৃত্বে ৭ জন মেহমান যোগ দিয়েছেন।

নোয়াখালির লক্ষিপুর থেকে আসা আক্তারুজ্জামান বলেন, আল্লার নৈকট্য অর্জনের জন্যই আমরা এখানে জড়ো হয়েছি। মেহেরপুরের ইজতেমায় যোগ দিতে নোয়াখালি থেকে আমরা এসেছি ১৪ জন মুসল্লি।

ইজতেমায় ঢাকা মিরপুর এলাকা থেকে এসেছেন ৮ জন। মিরপুরের শাহিনুজ্জামান বলেন, আমরা ঢাকার আল মার্কাজ মসজিদ থেকে ৪০ দিনের চিল্লায় এসেছি। এখানে থাকবো তিন দিন। এর পর আল্লার দিনকে তার জমিনে ছড়িয়ে দিতে আবারও চলে যাবো অন্য কোনো খানে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে তিন দিনব্যাপী ইজতেমায় জোহরের নামাজের পর আম বয়ান শুরু করে তাবলিগ জামাতের আলেমগণ। বিশাল খোলা মাঠে সামিয়ানার নিচে দূর-দূরান্ত থেকে আসা ধর্মপ্রাণ মুসল্লি অবস্থান নিয়েছেন।

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, মুসল্লিদের জন্য শৌচাগার, পানির পাম্প ও ট্যাংক স্থাপন করে গোসলখানা বানানো হয়েছে। মাঠে রাতে আলোর জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা রয়েছে।

মেহেরপুর জেলাসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ইতিমধ্যে প্রায় কয়েক হাজার ধর্মপ্রান মানুষ ইতোমধ্যে মাঠে সমবেত হয়েছেন। এবারে এই আঞ্চলিক ইজতেমায় মুসল্লির সংখ্যা ১০ হাজারে পৌঁছাতে পারে বলে আশা করছেন আয়োজকেরা।

ইজতেমা প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক শরিফুল ইসলাম জানান, ইজতেমায় মেহেরপুর সহ আশেপাশের ৩/৪ টি জেলার মুসল্লিরা অংশ নিচ্ছেন। এবার ৫/১০ হাজার মুসল্লি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছেন আয়োজক কমিটি। আগামী শনিবার দুপুরে ইজতেমার শেষ দিনে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে ইজতেমা শেষ হবে।

এদিকে মেহেরপুরে ইজতেমাকে ঘিরে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি উপনিয়ন্ত্রণ রুম স্থাপন করা হয়েছে। পুরো এলাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবীরা নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলেছেন।

র্যাব, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের সদস্যসহ সাদা পোশাকে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ বিভাগ।

আজ থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু

সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুর জেলাতেও আজ থেকে শুরু হচ্ছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা।

চলতি বছর ১৩ টি পরীক্ষা কেন্দ্রে সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় মোট ৭৯৬১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। এর মধ্যে ৩৮৮৭ জন ছাত্র ও ৩৮৩৭ জন ছাত্রী।

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১১৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জেলার ১৩ টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবেন। এবার জেলাতে মানবিক শাখা থেকে ৫৩১৪, বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ২১১৩ এবং ব্যবসা শিক্ষা বিভাগ থেকে ২৯১ জন অংশ নিচ্ছে।

এরআগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এসএসসি, এসএসসি/দাখিল (ভোকেশনাল) ও দাখিল পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে সুষ্ঠু ও শান্তিপুর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া নিশ্চিত করতে ২০০ গজের মধ্যে পরীক্ষার্থী ছাড়া জনসাধারণের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ।

এই আদেশ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন থেকে পরীক্ষা চলাকালীন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।